আমি একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকি। এই সকল প্রমাণে বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে—শ্রীভগবান্ একমাত্র ভক্তিতেই বশীভূত হইয়া থাকেন। এ স্থানে "ধেনু" শব্দে গোপীগণের মত গ্রামান্তর হইতে আগতা ধেনুই বুঝিতে হইবে; যেহেতু শ্রীগোবিন্দের যেমন নিত্যসিদ্ধা গোপিকা আছেন, তেমনই নিত্যসিদ্ধা ধেনুও আছে এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে নিত্যই প্রেমও আছে। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রভাবে প্রেমোদয় হওয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। নগ অর্থাৎ বৃক্ষশব্দে যমলার্জ্জুন প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা সবই নিত্যসিদ্ধ এবং তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে নিত্যই প্রেম আছে। মৃগ অর্থাৎ পশু বলিতেও দেশান্তর হইতে সমাগত পশুই বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনীয় পশুবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-প্রেমবান্; নিত্যসিদ্ধ নাগ অর্থাৎ কালীয় প্রভৃতি। এই যমলার্জ্জুন ও কালীয়নাগের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বলিতে বুঝিতে হইবে—যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, সেইক্ষণে যে শ্রীভগবান্‌কে নিত্যই অবশ্য পাইবেন, সেই অপেক্ষাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—যমলার্জ্জুন এবং কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে যে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহারা সিদ্ধি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-লাভ করিয়াছিলেন। সেই প্রেমলাভের ফলে দেহান্তরে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন এবং নিত্যই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও সেবালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। এস্থানে মূল শ্লোকে "সিদ্ধ" পদের অর্থ প্রেমপ্রাপ্তি। এই প্রেমপ্রাপ্তিটি শ্রীভগবৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ—এই দুইপ্রকার সঙ্গ হইতেই হইয়াছিল বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কেহ বা শ্রীভগবৎসঙ্গ হইতে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন আর কেহ কেহ বা সাধুসঙ্গ হইতে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল সিদ্ধ ও সিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব লাভ হইয়াছিল, তাহা যোগাদি কোন সাধনেই লাভ করিতে পারা যায় না। "যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ"—এই মূল শ্লোকে উক্ত 'যথা' শব্দের অর্থের পরাকাষ্ঠা ভাব প্রাপ্তিতেই দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে অন্য ফলপ্রাপ্তি হইলেও মুখ্য ফল শ্রীভগবানে প্রেমলাভ ভাবপ্রাপ্তিতেই যে নিখিল ফলের পরাকাষ্ঠা অথচ একমাত্র সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও সাধনেই যে সেই ভাব লাভ করিতে পারা যায় না, তাহাই স্পষ্ট বলিতেছেন—"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥২৪০॥

এষ চ সৎসঙ্গো জ্ঞানং বিনাপি কৃতোঽর্থদ এব স্যাদিত্যাহ সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুর-সৎসু বিহিতোঽধিয়া। স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ২৪৩ ॥